গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
আগস্ট/২০১৫ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৭.০৮.২০১৫ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৮.০৭.১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, ট্রেন পরিচালানার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে ইতোপূর্বে অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণের জন্যও ডিজি, বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি,বিআর জানান যে, রেলভূমিতে অবৈভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। গত মাসে ৪৫টি স্থাপনা এবং ৮টি বিলবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা করে উচ্ছেদ করতে হবে এবং উচ্ছেদের পর ধ্বংসকৃত স্থাপনা সমূহের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।
৪.২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা	যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত মাসের অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট	(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।	মামলার মোট সংখ্যা ১৫৩টি। জুলাই ২০১৫ মাসে পূর্বাঞ্চলে ১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে তবে পশ্চিমাঞ্চলে নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি। এ মাসে পূর্বাঞ্চলে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলে কোন মামলা নিষ্পত্তি করা হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৬০টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯৯টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬১টি। জুলাই, ২০১৫ মাসে আদায়কৃত মোট টাকার পরিমাণ ২,৬০,০০০/-/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ৮০,০০০/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৪৫,২৪,৭৪১/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ=১০,৩৬,৯০,৫৮/- টাকা। কদমতলী আন্ত:জেলা বাস মালিক সমিতির অনুকূলে বর্তমানে নির্ধারিত ৫.৪০ টাকা হারে ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি'র হার পুন:নির্ধারণের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যলয়ে একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমান বাড়াতে হবে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে। (৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।	২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি আরো পর্যালোচনার জন্য স্টেক হোল্ডারদের নিকট প্রেরণপূর্বক ২.৭.২০১৫ তারিখে মতামত চাওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাগিদও প্রদান করা হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর নিকট হতে এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত পাওয়ার পর খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্হাপনার জন্য খসড়া নীতিমালায় সিইও(পূর্ব/পশ্চিম), ডিইও (ঢাকা/পাকশী) এবং এমডি/কল্যাণ ট্রাষ্ট এর মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে, যার আলোকে রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর মতামত প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে দ্রুত কর্তক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালায় সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করতঃ তা অন্তর্ভুক্ত করে অতি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর মওকুফের বিষয়ে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর স্বাক্ষরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বরাবর ১৯.০১.২০১৫ তারিখে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এনটিআর-২ শাখায় ২৬.৮.১৫ তারিখে খোজ নিয়ে জানা যায় যে, ডি.ও পত্রের বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে ২৩.০৮.২০১৫ তারিখে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	(১) রেলভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে। (২) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
৪.৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ প্রকল্পের কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ২৬.০৫.২০১৫ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের পূর্বে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ও প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের বিস্তারিত তথ্যাদি যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের নিকট হতে যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। যাচাই প্রতিবেদন পাওয়ার পর গঠিত কমিটি পুনরায় সভায় মিলিত হয়ে তথ্যাদি পর্যালোচনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করবে। তবে ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি (ক) ভৌত ৮৫% এবং (খ) আর্থিক ৫৮.২৯% হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে অনুরোধ করেছেন যা মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ২৬.০৭.২০১৫ তারিখে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখনও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। সভাপতি মহোদয় পূর্বাঞ্চলের ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি আগামী ২০.০৯.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।	যুগ্ম-সচিব(ভূমি) জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে এর অনুকূলে দ্রুত ৮.৩৬ একর ভূমি হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ২২.৭.২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি। তবে উক্ত সভায় বিদ্যমান প্রায় ৬০ফুট স্থানে রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা)-কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।
		(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ		
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর জানান যে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্যও উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিযোগের অগ্রগতি জানানোর জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেযা হয়েছে। নব-নিয়োগ তরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৫) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির যথাযথ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.৮	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৬৪(চৌষট্টি) টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ২৭/৮/২০১৫ তারিখ সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৯	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সভপতি মহোদয় এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১০	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬-০৪-২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখ ডিজি, বিআরকে উক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, এখনও তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।	উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ৪.১১(১) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে জুলাই/২০১৫ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদিঃ জুলাই/২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৫৫৭টি। জুলাই/২০১৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ০৯টি। জুলাই/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৫৪৮টি । ● সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,০৫৬টি ● অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৯৯টি ● খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৩টি ● নিষ্পত্তিকৃত- ০৯টি ● নতুন আপত্তির সংখ্যা- ৪৮টি ডিজি, বিআর জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২২-০৭-১৫ হতে ২৪-০৮-১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৭ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অডিট রিপোর্টভুক্ত সাল ভিত্তিক অনালোচিত আপত্তি সমূহের উপর গত ৩০.০৭.২০১৫ তারিখে একটি ত্রি পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দ্বি-ত্রি পক্ষীয় সভা চলমান আছে	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	উপসচিব (প্রশাসন) জানান যে, মন্ত্রণালয়ে কোন পেনশন কেস পেন্ডিং নেই। ডিজি বিআর জানান যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। জুন/২০১৫ মাসের জের ৪টি, জুলাই/২০১৫ মাসে নতুন কেইস ০টি এবং নিষ্পত্তি ১টি। জুলাই/২০১৫ এর জের ৪টি।	(২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৩	বিভাগীয় মামলা।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩৯টি, চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা রুজু হয়নি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩৯টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা নেই, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৯টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৩৭টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুন/২০১৫ মাসের জের ৩২৯ টি, জুলাই/২০১৫ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৬১টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৫২টি। জুলাই/২০১৫ মাসের জের ৩৯০ টি। (২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৪	পরিদর্শন।	সভাপতি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন সংখ্যা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।	(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৫	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশনকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৫৭ জন এবং ২৪০ জন কর্মকর্তা PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখা হতে ২১.০৭.২০১৫ তারিখের ৩১০ নং পত্রের মাধ্যমে ই-নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন পূর্বক প্রকল্প পরিচালক, এক্সেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে যথাক্রমে ২১-৫-২০১৫, ১৩-০৫-১৫ ও ২৮-০৫-১৫ তারিখে AUGERE WIRELESS BROADBAND BANGLADESH LTD. (QUBEE) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীসাধারণের জন্য বিনা মূল্যে WiFi সিস্টেম চালু করা হয়েছে ।	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৩) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/ট্রেলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৬	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিআইজি, জানান যে, রেলওয়ে রেঞ্জ আগস্ট, ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশি অভিজান ও মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মামলার	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হলোঃ	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত),

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন। ডিজি,বিআর জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রাবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভাপতি মহোদয় জিআরপি ও আরএবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকার মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক। (খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা -সদস্য। (গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য । **কমিটির কার্যপরিধিঃ** কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্য ইন, ১৮৯০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) জিআরপি ও আরএসবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে	রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কম্যান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে। (৫) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
৪.১৭	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (২৫-৮-২০১৫ পর্যন্ত) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৯	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে মোট ৯ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করার হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিং এর	পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	করতে হবে।	

(গ) বিবিধ

৪.২০	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কে .পি আই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২১	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে, বর্তমানে টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজের জন্য তিনটি স্টেশনের ইন্টালকিং সিস্টেম এবং আরো তিনটি স্টেশনে ক্রসিং বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনে বর্তমানে ৫০টি স্থানে অস্থায়ী গতি নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ করা আছে। অপর দিকে বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১২০৫ জন স্টেশন মাস্টারের মঞ্জুরীকৃত পদের বিপরিতে ৫৩৮ জন স্টেশন মাস্টার কর্মরত আছেন এবং ৬৬৭টি পদ শূন্য আছে। ফলে ১৪৪ টি অপারেটিং স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ফলে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করা দুরুহ হয়ে পড়েছে। স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা সহজসাধ্য হবে।	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৩) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২২	জিআইবিআর ।	ডিজি,বিআর জানান যে, রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জন্য জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে যার উপর গত ১১-০৩-২০১৫ তারিখ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রশাসন-১ শাখার পত্র নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১৮. ০২২.১৪.১১১১, তারিখ ৯-৪-২০১৫ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। তদানুযায়ী জিআইবিআর দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে রণের কার্যক্রম চলমান আছে এবং শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।		
৪.২৩	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি,বিআর জানান যে, ট্রেনের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে মোট ৫৬৯ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ২২৮ টি বিজি ও ৩০ টি এমজি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪৫০ টি চেয়ার ক্রয়ের দরপত্র চুড়ান্ত অনুমোদন পত্র গত ১৭-০৬-২০১৫ তরিখে প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, পাহাড়তলী বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণকে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে। ন্তনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত জুলাই/২০১৫ মাসে সর্বমোট ৬০ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা	(১) টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নে লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন , বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।		
৪.২৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	উপসচিব (প্রশাসন) জানান যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রনয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বাস্ত বায়নের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৫। এছাড়া সভায় বিবিধ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ-

(ক) আগামী সভা হতে "রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি" এবং "দূর্ঘটনা প্রতিরোধে করনীয় নির্ধারন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি" শীর্ষক দুটি আলোচনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

(খ) সমন্বয় সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী সকল কমকর্তার e-mail-এ পাঠাতে হবে।

(গ) কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমন শেষে সমন্বয় সভায় ভ্রমনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে হবে এবং একটি প্রতিবেদন দিতে হবে।

(ঘ) সমন্বয় সভার কার্যপত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আগে আসবে, কম গুরুত্বপূর্নগুলো শেষে যাবে এবং যে বিষয়গুলোর কার্যক্রম শেষ হয়েছে তা বাদ দিতে হবে।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২.২.১৫

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব